০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

# মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অগাস্ট  ২০১৫

**অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি**

**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড**

**হেফাজতে নির্যাতন**

**আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ**

**সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার হরণ**

**মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশে বাধা**

**সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন**

**অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা**

**গণপিটুনীতে হত্যা অব্যাহত**

**নারীর প্রতি সহিংসতা**

**অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা**

*অধিকার* মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার  ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদন্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের অগাস্ট মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

## অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

১. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারিতে প্রায় সবগুলো বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের কারণে প্রায় ভোটারবিহীন একটি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসে। জনগণের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এবং জবাবদিহিতা না থাকার কারণে বর্তমান সরকার অত্যন্ত দমনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা রোহিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সমর্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগদান, ছাত্রলীগ-যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন এবং বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। নিবর্তনমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, মানবাধিকার কর্মী এবং বিরোধীদলের প্রতিবাদ-সমাবেশে বাধা দেয়া সরকারের পক্ষে সহজ হয়েছে। জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার অবর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। আগের মত এই মাসেও সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অনেকগুলো অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনা ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অব্যাহত রয়েছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে এবং এর প্রতিকার না হওয়ায়, সমাজে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ছে। ফলে সমাজ সহিংস হয়ে উঠেছে এবং নারী ও শিশুর প্রতি ব্যাপক সহিংসতাসহ গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার মত ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে।

২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩ জন নিহত এবং ৪২০ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ জন নিহত ও ৩২১ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অগাস্ট মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনা তুলে ধরা হলো।

৩. গত ১৫ অগাস্ট ২০১৫ কুষ্টিয়ায় জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জেলা স্বেচ্ছাসবকলীগ ও আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক মোমিনুর রহমানের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে সবুজ হোসেন (২৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। নিহত সবুজ মোমিনুর রহমানের সমর্থক ছিলেন। ১৫ অগাস্ট দুপুর আনুমানিক সোয়া ১২ টায় শহরের মজমপুর রেলগেইট এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ করতে এসে বিবাদমান দুটি গ্রুপের মিছিল মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ বাধে।[১]

৪. গত ১৬ অগাস্ট ২০১৫ চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলায় জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে যুবলীগ কর্মীদের হামলায় ভূঁইয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ শিক্ষকসহ ৪০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। ১৪ অগাস্ট রাতে যুবলীগ কর্মী মনির প্রধান, লিটন ও ফারুকসহ কয়েকজন ভূঁইয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তির জন্য আসা টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু টাকা না দেয়ায় ১৫ অগাস্ট দুপুরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল চন্দ্র সরকারকে লাঞ্ছিত করে যুবলীগ কর্মীরা। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে এসে মারধরের শিকার হন বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক ফজলুর রহমান। ১৬ অগাস্ট সকালে ঘটনাটি জানাজানি হলে প্রতিবাদ জানাতে মানববন্ধন শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই সময় ১৫/১৬ জন যুবলীগ কর্মী লাঠিসোঠা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে অন্তত ৪০ জন শিক্ষার্থীকে আহত করে। আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২ জনই ছাত্রী।[২]

৫. *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে সরকার দেশকে এক চরম সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচন, ২০১৪ এর উপজেলা নির্বাচন এবং ২০১৫ এর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। *অধিকার* এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে।

## বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে অগাস্ট মাসে ১৯ জন ‘ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫ জন র‌্যাবের হাতে এবং ১৪ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

৭. নিহত ১৯ জনের মধ্যে ৪ জন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং  ১৫ জন কথিত অপরাধী।

৮. মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ, বিরোধী রাজনৈতিক দল এমনকি অগাস্ট মাসে সরকারীদলের পক্ষ থেকেও কেউ কেউ প্রতিবাদ জানালেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো র‌্যাব-পুলিশ

[১] প্রথম আলো ১৬ অগাস্ট ২০১৫

[২] নয়াদিগন্ত ১৭ অগাস্ট ২০১৫/ প্রথম আলো

বাহিনীর পক্ষ থেকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের'[৩] ঘটনা হিসেবে দাবি করলেও ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের আটকের পর গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ২০০৮ এর ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের সময় জোরালো মত ব্যক্ত করেছিল। এর প্রতিফলন দেখা যায় ২০০৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি জেনেভায় হিউম্যান রাইটস্ কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (UPR)র আওতায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনার সময়। সেখানে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপু মণি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে 'জিরো টলারেন্স' রয়েছে। এরপর ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেন, 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যারা ঘটাবে, তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হবে'।[৪] অথচ ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত ১০৬৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫] বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার সাধারণত বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী কিংবা কথিত দুর্বৃত্তরা হলেও অগাস্ট মাসে ক্ষামতাসীন দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের কয়েকজন নেতাকর্মীকেও এর শিকার হতে দেখা গেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বেশ কয়েকটি রুল জারি করেছেন। তারপরও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটছেই।

**৯.** গত ২ অগাস্ট ২০১৫ রাতে রাজধানীর কাফরুল এলাকায় পুলিশের কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' আব্দুস সালাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। পুলিশ সালামের স্ত্রী রুবিনাকেও গ্রেফতার করে। পুলিশের দাবি ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধ' চলাকালে সন্ত্রাসীদের গুলিতেই আব্দুস সালাম নিহত হন। তবে পুলিশের এই দাবি অস্বীকার করে নিহত আব্দুস সালামের মা রওশন আরা বলেন, ২ অগাস্ট গভীর রাতে ভাষাণটেক বস্তির বাসায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ আব্দুস সালামকে গুলি করে হত্যা করে লাশ নিয়ে যায় এবং একইসঙ্গে পুলিশ আব্দুস সালামের স্ত্রী রুবিনা ও আড়াই বছরের মেয়ে সামিহাকেও আটক করে নিয়ে যায়।[৬]

**১০.** গত ৯ অগাস্ট ২০১৫ খুলনার কয়রা উপজেলার সুন্দরবনের ভেতরে পুলিশের কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন আনসার সানা (৫৫), সিদ্দিক সানা (৪৫), বাপ্পি হোসেন (২০), রফিকুল ইসলাম (৩৮), মজিদ গাজী (৩৫) ও মামুন গাজী (২৮) নামের ৬ ব্যক্তি। পুলিশের দাবি নিহত ব্যক্তিরা সবাই বাঘ শিকারি ও বনদস্যু ইলিয়াস-জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্য। ৯ অগাস্ট সকালে ৩টি বাঘের চামড়াসহ তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। দুপুরের পর তাঁদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গেলে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে পুলিশের হেফাজতে থাকা ৬ জন নিহত হন। ঘটনার পর ১০ অগাস্ট কয়রা থানায় নিহত ব্যক্তিরাসহ অজ্ঞাত ১৮/২০ জনের নামে

---

[৩] ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর মাদারীপুরে দুই সহোদর লুৎফর খালাসী এবং খায়রুল খালাসীর তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ স্বঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। ওই রুলে মাদারীপুরে ক্রসফায়ারে দুই সহোদরের হত্যাকাণ্ডকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সেই বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে শুনানীর সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ সময় চাইলে আদালত রুলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ক্রসফায়ার বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ পুনর্গঠন করলে রুল জারিকারী বেঞ্চ ভেঙে যায়। ফলে ঐ রুলের শুনানিসহ আরো কয়েকটি এই বিষয় সংক্রান্ত রুলের শুনানী আজ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে আছে।[৩]

[৪] ইত্তেফাক, ১২/০২/২০০৯

[৫] র‍্যাবের হাতে দুটি মৃত্যুকে বিচারবহির্ভুত হত্যাকান্ড বলে অভিমত দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। হত্যাকান্ড দুটো হলো গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ মিরপুরের পল্লবী এলাকায় নিহত মহিউদ্দিন আরিফ এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ রামপুরায় নিহত তরুণ অভিনেতা কায়সার মাহমুদ বাপ্পী। নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সচিবের নেতৃতে তদন্ত দুটি পরিচালিত হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরিফের মৃত্যু হয়েছে র‍্যাব হেফাজতে অমানুষিক নির্যাতনে। আর বাপ্পী ক্রসফায়ারে নয়; র‍্যাবের সরাসরি গুলিতে মারা যান। বিশেষ তদন্ত কমিটি আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করারও সুপারিশ করে।[৫]

[৬] প্রথম আলো, ৪ অগাস্ট ২০১৫

অস্ত্র বহন, পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা দেয়া এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে পৃথক ৩টি মামলা করে পুলিশ।[৭] এদিকে নিহত পরিবারগুলোর সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত ৬ জনকেই ৮ অগাস্ট রাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নিহত সিদ্দিক সানার পিতা সৈয়দ আলী সানা জানান, রাত আনুমানিক তিনটায় সাদা পোশাকধারী কয়েকজন লোক তাঁদের বাড়িতে এসে সিদ্দিককে ডাকতে থাকে। এই সময় তাঁরা বের হয়ে আসার আগেই দরজা ভেঙে সিদ্দিককে বেদম মারধর করে ধরে নিয়ে যায়। নিহত মজিদ গাজীর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম জানান, ৮ অগাস্ট রাত আনুমানিক ৮ টায় কে বা কারা তাঁর স্বামীর মোবাইলে ফোন করে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে লোকমুখে তিনি জানতে পারেন তাঁর স্বামীকে পুলিশ আটক করেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়রা সদরের কয়েকজন দোকানদার জানান, ওই ৬ জনকে ভোরের দিকে থানায় নেয়া হয় এবং সকাল আনুমানিক ১০ টায়  তাঁদের সবাইকে চোখ বেঁধে গাড়িতে করে নিয়ে যেতে দেখেন। বিকেল আনুমানিক ৪টায় তাঁরা শুনতে পান যে, সবাই 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা গেছেন।[৮]

**১১.** গত ১৮ অগাস্ট ২০১৫ রাত আনুমানিক সোয়া ১২টা থেকে ভোর আনুমানিক সাড়ে ৪টার মধ্যে ঢাকা ও মাগুরায় পৃথক দুটি কথিত বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় আরজু মিয়া (২৮) ও মেহেদী হাসান (৩৪) নামের বর্তমান ও সাবেক দুই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা নিহত হন। উভয়েরই স্বজনদের অভিযোগ পৃথক পৃথক জায়গা থেকে গ্রেফতারের পর 'বন্দুকযুদ্ধে'র নাটক সাজিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। ১৮ অগাস্ট আনুমানিক ভোর সাড়ে চারটায় ঢাকার শিকদার মেডিকেল কলেজের পেছনে বড়াইখালী এলাকায় র‍্যাব-২ সাতমসজিদ ক্যাম্পের একটি দলের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন আরজু। রাজা মিয়া নামের ১৬ বছর বয়সের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা করার প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন আরজু। নিহত আরজুর ভাই মাসুদ রানার অভিযোগ, ১৭ অগাস্ট সন্ধ্যায় হাজারীবাগ পার্কের সামনে থেকে আরজুকে ধরে নিয়ে যায় র‍্যাব। এরপর রাত ১১ টার পর তাঁর মা জয়তুন্নেসা ও বোন রেহানা আক্তারকে তুলে নিয়ে যায় হাজারীবাগ থানা পুলিশ। ভোর পর্যন্ত তাঁদের থানায় বসিয়ে রেখে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়। আরজুর বোন রেহেনা আক্তার বলেন, তিনি ও তাঁর মা থানার পার্কিং-এ আরজুর মোটরসাইকেল দেখেছেন। বাসায় ফিরেই তাঁরা আরজু নিহত হবার খবর পান।[৯] ১৯ অগাস্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে হাজারীবাগ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে আরজুকে র‍্যাব গ্রেফতারের পর বন্দুকযুদ্ধের নাটক সাজিয়ে হত্যা করেছে বলে উল্লেখ করে এই ঘটনায় জড়িত র‍্যাব সদস্যদের শাস্তি দাবি করা হয়। একই দিন সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ফজলে নূর তাপসও গণমাধ্যমকে বলেন, "র‍্যাব আরজুকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। র‍্যাবের দাবি করা 'বন্দুকযুদ্ধ' একটা তথাকথিত গৎবাঁধা কথা। এটার কোন মানে হয় না"।[১০] আরজু নিহত হওয়ার ঘটনাকে 'বিচারবহির্ভূত' উল্লেখ করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান বলেন, "আরজু দোষী হলে তদন্তের মাধ্যমে যথাযোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত। আমরাও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতাম। কিন্তু বিচারবহির্ভূত এই হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না"।[১১] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিহত আরজুর ভাই মাসুদ রানা গত

---

[৭] অধিকার'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার রক্ষা কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৮] প্রথমআলো, ১২ অগাস্ট ২০১৫
[৯] প্রথম আলো, ১৯ অগাস্ট ২০১৫
[১০] প্রথমআলো, ২০ অগাস্ট ২০১৫
[১১] প্রথম আলো, ১৯ অগাস্ট ২০১৫

২৩ অগাস্ট র‌্যাব-২ এর পরিচালক লে. কর্নেল মাসুদ রানা, ডিএডি শহিদুর রহমান, পরিদর্শক ওয়াহিদ এবং সোর্স রতনের বিরুদ্ধে মহানগর হাকিম আদালতে একটি নালিশি মামলা করেন।[১২] মামলা দায়েরের পর লে. কর্নেল মাসুদ রানাকে র‌্যাব সদর দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।[১৩]

**১২.** এদিকে একইদিন রাত সোয়া ১২ টায় মাগুরার দোয়ারপাড় এলাকায় পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আজিবর শেখ। গত ২৩ জুলাই মাগুড়া শহরের দোয়ারপাড় কারিগর পাড়ায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের গোলাগুলির সময় আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা নাজমা বেগম পেটে গুলিবিদ্ধ হন। গুলিতে নাজমার গর্ভের সন্তান মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং নাজমার চাচা শ্বশুর মমিন ভূঁইয়া মারা যান। ওই মামলায় ৩ নম্বর অভিযুক্ত ছিলেন নিহত আজিবর। ১৭ অগাস্ট বিকেল আনুমানিক ৫ টায় মাগুড়ার শালিখা উপজেলার সীমাখালী বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে পুলিশ আজিবরকে গ্রেফতার করে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় বলে বাজারের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তবে পুলিশ বিকেলে গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করলেও রাতে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন আজিবর।[১৪]

**১৩.** প্রত্যেক নাগরিকেরই ন্যায় বিচার পাবার অধিকার রয়েছে এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা চরম দায়মুক্তি ভোগ করছে। অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনার অন্তরালে থাকা প্রকৃত দুর্বৃত্তদের রক্ষা করার জন্যই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটানো হয় বলে *অধিকার* মনে করে। *অধিকার* এই হত্যাকাণ্ডগুলোর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করার দাবি জানাচ্ছে।

## হেফাজতে নির্যাতন

**১৪.** ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রণীত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে এবং কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ তাদের জাতীয় আইনে নির্যাতনকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে সম্মত হয়েছে। এই অনুযায়ী ২০১৩ এর ২৪ অক্টোবর 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' জাতীয় সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু তারপরও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন এবং নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর ঘটনা অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলছে।

**১৫.** গত ৮ অগাস্ট ২০১৫ যশোরের মনিরামপুর থানায় তৈয়ব আলী মিন্টু (২৮) নামের এক বিএনপি কর্মীকে গ্রেফতারের পর বেধড়ক পিটুনি দিয়ে তাঁর পায়ে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মিন্টুর স্ত্রী আলেয়া বেগম জানান, ৮ অগাস্ট রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ টায় মিন্টু জয়পুর বাজারে ওষুধ কিনতে যান। তখন আওয়ামী লীগের লোকজন তাঁকে ধরে পুলিশে দেয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিন্টু জানান, পুলিশ থানায় নেয়ার পথে গাড়িতে তুলেই তাঁকে পেটাতে থাকে এবং থানায় নিয়ে প্লাস দিয়ে হাতের তিনটি আঙ্গুল ভেঙ্গে দেয়। এরপর বাম পায়ের হাঁটুর নিচে গুলি করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।[১৫]

---

[১২] প্রথম আলো, ১৯ অগাস্ট ২০১৫
[১৩] যুগান্তর, ২৫ অগাস্ট ২০১৫
[১৪] প্রথম আলো, ১৯ অগাস্ট ২০১৫
[১৫] মানবজমিন, ১০ অগাস্ট ২০১৫

১৬. গত ১২ অগাস্ট ২০১৫ রাতে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা গ্রামের কোব্বাদ আলী (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে রৌমারী থানার ওসির রুমের ভেতরে ও হাজতখানায় চোখ বেঁধে কয়েক দফায় নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই গ্রামের আল ফারুখের সঙ্গে কোব্বাদ আলীর অর্থ সংক্রান্ত বিরোধ ছিলো। নির্যাতিত পরিবারের অভিযোগ, আল ফারুখ রৌমারী থানার ওসি সোহরাব হোসেনকে টাকা দিয়ে কোব্বাদ আলীর ওপর নির্যাতন করিয়েছে। তবে ওসি সোহরাব হোসেন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।[১৬]

১৭. *অধিকার* মনে করে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হাতে নির্যাতন এবং এই ব্যাপারে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

## আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত ৪৫ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৯ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ২৪ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ৬ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৬ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[১৭]

১৯. গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার যা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে রাষ্ট্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে। অতীতে গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও[১৮] অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

২০. *অধিকার* এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেনসেস (আফাদ) এবং ইন্টান্যাশনাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিস্‌এ্যাপিয়ারেনসেস (ইকায়েদ) এর সদস্য হিসেবে গুম জনিত অপরাধের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ, তথ্যানুসন্ধান, ভিকটিম ফ্যামিলি নেটওয়ার্ক গঠন এবং গুমের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

---

[১৬] মানবজমিন, ১৫ অগাস্ট ২০১৫

[১৭] *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত ২১৫ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ২৯ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৮২ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে অথবা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১০৪ জনের কোনো খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

[১৮] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০১২, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-12/news/281302

২১. গত ১৮ অগাস্ট ব্লগার হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে বৃটিশ নাগরিক তৌহিদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করে পুলিশ। কিন্তু তাঁর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা গত ২৮ মে তৌহিদুর রহমানকে আটক করে নিয়ে যায়। দুই বছর আগে তৌহিদুর রহমান লন্ডন থেকে দেশে ফিরে বোন ও মায়ের সঙ্গে তাঁদের ফ্ল্যাটে বসবাস করছিলেন। ওই ভবনের নিরাপত্তা প্রহরী মেহের আলী ও কেয়ারটেকার স্বপন বড়ুয়া গত ২০ অগাস্ট আল জাজিরাকে জানিয়েছেন, তৌহিদুর রহমানকে তিন মাস আগে ২৮ মে বিকেলে তুলে নিয়ে যায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন। এর পরের দিনই তৌহিদুরের বোন নাসেরা বেগম স্থানীয় পুলিশের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে একটি সাধারণ ডায়েরী করেন। তৌহিদের বোন নাসেরা বেগমের তথ্যমতে, গত ১৮ অগাস্ট তৌহিদুরকে আরও দুই জনের সঙ্গে মিডিয়ার সামনে হাজির করে র‌্যাব কর্মকর্তারা। প্রায় তিন মাস ধরে তাঁর ভাইকে র‌্যাব কোথায় রেখেছিল তা তাঁরা জানতে পারেননি। আটক অন্য দুই জনের নাম সাদেক আলী মিঠু (২৮) ও আমিনুল মল্লিক (৩৫)। গত ১৯ অগাস্ট তাঁদেরকে আদালতে হাজির করা হয়। সাদেক আলী মিঠু ও আমিনুল মল্লিকও বলেছেন, তাঁদেরকে মে মাসে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তুলে নিয়ে যায়।[১৯]

২২. *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গুম করে পরবর্তীতে কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার দেখিয়ে জনসম্মুখে হাজির করানো হচ্ছে, যা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এই ধরনের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। *অধিকার* গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

## কারাগারে মৃত্যু

২৩. অগাস্ট মাসে ৪ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

২৪. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৫. *অধিকার* সমস্ত কারাগারে বন্দীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানাচ্ছে। কারাগারে বন্দীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

## সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার হরণ

২৬. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং উপাসনালয়ে হামলাসহ বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অব্যাহত আছে।

২৭. গত ৬ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংবাদ সম্মেলন ডেকে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, সংসদ সদস্য এবং প্রশাসন এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সম্পদ দখল করছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ঠাকুরগাঁও-২ আসনের সরকারি দলের সংসদ সদস্য দবিরুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে

[১৯] মানবজমিন, ২৩ অগাস্ট ২০১৫

মাজহারুল ইসলাম বালিয়াডাঙ্গা উপজেলার পাড়িয়া ইউনিয়নের রনবাগে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখল ও দখলের অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। পিরোজপুরের সংসদ সদস্য এমএ আউয়ালের বিরুদ্ধে স্বরুপকাঠি ইউনিয়নের জনৈক ব্যবসায়ীর দোকান দখলের অপপ্রয়াসের অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় সংসদের হুইপ মাহবুব আরা গিনির বিরুদ্ধে গাইবান্ধার রামগঞ্জ মিশন ও আশ্রমের জমি দখল ও গাছ কাটার অভিযোগ রয়েছে। ফরিদপুর সদরের শ্রী শ্রী কালীমাতা বিগ্রহের নামীয় **১৮৬৯** শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ; শ্রী শ্রী শিব মন্দিরের ৩২০০ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তির অংশ ভেঙ্গে তৈরী করা হয়েছে জেলা কারাগারের সাক্ষাৎকার কক্ষ; শ্রী শ্রী জগন্নাথ বিগ্রহের **১**.৩২ একর দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তিগত দখলে নিয়েছেন জেলা প্রশাসক। শ্রী শ্রী গিরিধারী বিগ্রহের ৩৭ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি, সেখানে অবস্থিত মন্দির ভেঙ্গে দখল করা হয়েছে। ব্রহ্মসমাজ মন্দিরের ৪৬.৯৯ শতাংশ জমিতে অবস্থিত মন্দির ভেঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে বালিকা বিদ্যালয় ও শহিদ মিনার, পারিবারিক দুর্গামন্দিরের **১**৭২৫ শতাংশ জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মধুখালীর ব্রাহ্মোত্তর সম্পত্তির ৪.৩২ একর দেবোত্তর ভূমিকে বেআইনিভাবে নিলামে তুলে তা বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে, শ্রী শ্রী কালীমাতা ঠাকুরানীর ৭৪০০ শতক দেবোত্তর সম্পত্তিকে অন্যের নামে জরিপ করা হয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া উপজেলার সফরভাটায় মহাজন বাড়ির ৩ শতক জমি জোর করে দখলে নিয়ে সেখানে দোকানঘর নির্মাণ করেছে প্রভাবশালী চক্র। গত **১৯** এপ্রিল গাজীপুরের বনগ্রাম এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম, এসআই আরশাদ, ডিবি পুলিশের সদস্য মোস্তফা, এসআই রুহুল আমিনসহ **১**০০ জনের একটি দল হিন্দুদের বাড়ি ও মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার মাগুরাঘোনা ইউনিয়নের দাসপাড়ার ৮০ টি ঋষি (দলিত সম্প্রদায়) পরিবার আজ ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি মতিয়ার সরদার ও তার নেতৃত্বাধীন ২০/২৫ জন দুর্বৃত্তের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কক্সবাজার পৌর এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী জাবেদ কায়সার নোবেল, সালাউদ্দিন সেতু ও মনির আহমেদ এর নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা ওই এলাকার বৌদ্ধপল্লীতে প্রায়ই লুটপাট চালাচ্ছে। কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার দক্ষিণ হ্নীলা বড় বৌদ্ধবিহারের **১১** একর জমি সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী ও তাঁর পুত্ররা দখল করে নিয়েছেন। বরিশাল শহরের চার্চ অব বাংলাদেশের অধীনস্থ সেন্ট পিটার চার্চের পুকুর ও জমি দখল করে আইনজীবী ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই বছরে **১**৫ জন ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর নাগরিককে হত্যা এবং ৭ জন নারী ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা জনিত কারণে নিহত হয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।[২০]

**২৮.** *অধিকার* সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় আনতে এবং সকল সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য *অধিকার* সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

[২০] সংবাদ সম্মেলন-বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-৬ অগাস্ট ২০১৫

# মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও সভা-সমাবেশে বাধা

### *ব্লগার হত্যা চলছেই*

**২৯.** গত ৭ অগাস্ট ২০১৫ রাজধানীর খিলগাঁও থানার উত্তর গোড়ানের ৮ নম্বর সড়কের ভাড়া বাসায় খুন হন ব্লগার নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়। তিনি ফেসবুক, ব্লগসহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম গুলোতে নিলয় নীল নামে লেখালেখি করতেন। চারজন অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত নীলাদ্রির স্ত্রী আশা মণির সামনেই তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গণমাধ্যমে পাঠানো এক ই-মেইল বার্তায় এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে 'আনসারুল্ল আল ইসলাম' নামের একটি সংগঠন। গত ১৫ মে ২০১৫ ব্লগার নিলয় তাঁর ফেসবুক পোস্টে জানান, অজ্ঞাত যুবকরা তাঁকে অনুসরণ করছে। জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করতে গেলে পুলিশ তাঁর জিডি গ্রহণ করেনি উল্টো তাঁকে দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।[২১]

**৩০.** *অধিকার* এর তথ্যমতে গত ২০১৩ থেকে ২০১৫ এর অগাস্ট মাস পর্যন্ত মোট ৫ জন ব্লগারকে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে গত ৮ অগাস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত আওয়ামী ওলামা লীগসহ ১৩টি ইসলামপন্থী সংগঠনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে ধর্ম অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ড আইন পাশ ও নাস্তিক ব্লগারদের ব্যবহৃত সবগুলো ব্লগ ও ওয়েবসাইট বন্ধের দাবি জানানো হয়। এছাড়া পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকেও হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে আওয়ামী ওলামা লীগ।[২২]

### *সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘন*

**৩১.** *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ১ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন, ১ জন আক্রমণের শিকার এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

**৩২.** সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য হামলা ও মামলা দায়েরের ঘটনাগুলো অব্যাহত আছে। *অধিকার* মনে করে এই ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা।

**৩৩.** গত ১৯ অগাস্ট ২০১৫ জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের (এনআইডি) একদল কর্মকর্তা কর্মচারি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোর এর রিপোর্টার জিএম মুস্তাফিজুল আলম ও ক্যামেরা পারসন রিপু আহমেদকে পিটিয়ে আহত করে। আহত সাংবাদিকরা জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা পেতে গিয়ে জনগণের ভোগান্তি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন।[২৩]

### *নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার অব্যাহত*

**৩৪.** *অধিকার* এর তথ্যমতে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত ২০ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

---

[২১] মানবজমিন, ৮ আগস্ট ২০১৫
[২২] প্রথম আলো, ৯ অগাস্ট ২০১৫
[২৩] যুগান্তর ২০ অগাস্ট ২০১৫

**৩৫.** নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[২৪] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং এই আইনকে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

**৩৬.** গত ১৬ অগাস্ট ২০১৫ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৪৫ মিনিটে ঢাকার ইন্দিরা রোডের উত্তরাধিকার '৭১ নামের একটি অনলাইন পত্রিকা অফিস থেকে পত্রিকাটির সম্পাদক প্রবীর শিকদারকে তুলে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। ওইদিনই রাত ১১টায় ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের বিরুদ্ধে মামলা করেন ফরিদপুর জেলা আদালতের এসিসটেন্ট পাবলিক প্রসিকিউটার (এপিপি) স্বপন পাল। ওই রাতেই প্রবীর শিকদারকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর কোতয়ালী থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। প্রবীর শিকদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজের জীবনের শঙ্কার কথা উল্লেখ করে এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন, মুসা বিন শমসের[২৫] ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের[২৬] বিরুদ্ধে তাঁর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন। এতে এলজিআরডি মন্ত্রীর মর্যাদাহানি হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করেন এপিপি স্বপন পাল।[২৭] ১৮ অগাস্ট ওই মামলায় সাংবাদিক প্রবীর সিকদারকে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শুনানী চলাকালে আদালতে প্রবীর সিকদার বলেন, গ্রেফতারের পর তাঁকে চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ে অযথা প্রশ্ন করে মানসিক নির্যাতন করেছে পুলিশ।[২৮]

**৩৭.** *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অব্যহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে গ্রেফতার বা হয়রানী করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্লগার নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্লগার রাজিব হায়দার, অভিজিৎ ব্যানার্জি, ওয়াশিকুর রহমান বাবু ও অনন্ত বিজয় হত্যারও সুষ্ঠু বিচার দাবি করছে। *অধিকার* সাংবাদিকদের উপর হয়রানী ও সংবাদ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।

---

[২৪] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[২৫] বাংলাদেশের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী

[২৬] একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দন্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি। যিনি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন।

[২৭] আমারদেশ অনলাইন ১৭ অগাস্ট ২০১৫

[২৮] প্রথমআলো, ১৯ অগাস্ট ২০১৫

## *সভা-সমাবেশে বাধা*

৩৮.বর্তমান সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং পুলিশ দিয়ে তা বন্ধ করে দিচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিবর্তনমূলক রূপ ধারণ করেছে।

৩৯.গত ১৮ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার পান্থপথের সামারাই কনভেনশন সেন্টারে আদর্শ ঢাকা আন্দোলন নামের একটি পেশাজীবী সংগঠনের সভা পণ্ড করে দেয় পুলিশ। সভাস্থলের কাছ থেকে পুলিশ সংগঠনটির সদস্য সচিব ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শওকত মাহমুদকে গ্রেফতার করে। আদর্শ ঢাকা আন্দোলনের আহবায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ জানান, সদ্য অনুষ্ঠিত ঢাকা ও চট্টগ্রামের তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনিয়ম, ভোট কারচুপি ও ভোটার হয়রানী নিয়ে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য ওই সভার আয়োজন করা হয়েছিল।[২৯] উল্লেখ্য সদ্য অনুষ্ঠিত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয় আদর্শ ঢাকা আন্দোলন নামের এই সংগঠনটি। কিন্তু নির্বাচন চলাকালে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করে সংগঠনটি।

৪০.গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকায় 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে ভিকটিম পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ তা হঠাৎ করে বাতিল করে দেয়। অনুষ্ঠানটি গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেনসেস (আফাদ), এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার (এএলআরসি), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস্ (এফআইডিএইচ) এবং *অধিকার* যৌথভাবে আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। গত ২৯ অগাস্ট ২০১৫ বিকাল ৫.২০টায় প্রেসক্লাবের স্টাফ সেলিম মিয়া *অধিকার* এ ফোন করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরীর নির্দেশে প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামের বুকিং বাতিলের কথা জানান। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠান করার জন্য গত ১১ জুলাই প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়াম বুকিং দেয়া হয়েছিল এবং হল ভাড়াও পরিশোধ করা হয়েছিল। এর আগে গত ২৯ অগাস্ট দুপুরে গুমের শিকার কয়েকটি পরিবারকে বিভিন্ন অজ্ঞাত ফোন নম্বর থেকে ফোন করে উল্লেখিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হয়। এছাড়া ২৯ অগাস্ট বিকেল ৫.৩০টায় দুইজন সাদাপোষাকধারী লোক *অধিকার* অফিসের মূল গেটে এসে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়। বিভিন্ন জেলায় আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের খোজ খবর নেন এবং এই দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি পালন না করার কথা বলেন।

৪১.গত ২৯ অগাস্ট বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগর বিএনপি'র মানববন্ধন ও সমাবেশ কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় পুলিশ সমাবেশ স্থল থেকে ব্যানার কেড়ে নিয়ে সমাবেশটি পণ্ড করে দেয়।[৩০]

---

[২৯] নয়াদিগন্ত, ১৯ অগাস্ট ২০১৫
[৩০] প্রথম আলো, ৩০ অগাস্ট

## আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কারাদণ্ড

**৪২.** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক রুহুল আমিন খন্দকার ২০১১ সালের ১৩ অগাস্ট সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন,[৩১] যার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম নাজমুল হক শ্যামল রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় তাঁকে তিন বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন। অভিযুক্ত শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করা হয়।[৩২] এই ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ৪ অক্টোবর ২০১১ রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয় এবং ২৩ এপ্রিল ২০১৪ তাঁকে পলাতক দেখিয়ে অভিযোগ গঠন করা হয়।[৩৩] মামলা হওয়ার সময় রুহুল আমিন খন্দকার অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন, বর্তমানে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন।[৩৪]

**৪৩.** গত ১৩ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে তিন বছরের কারাদন্ড ও একলাখ টাকা জরিমানা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করে। তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদের হিসাব চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশের জবাব না দেয়ার অভিযোগ ছিল। রায় ঘোষণার পর মাহমুদুর রহমান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "এই রায়ের মাধ্যমে জুলুম ও অবিচারের আরেকটি নজির স্থাপিত হলো"।[৩৫] উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল ২০১৩ দৈনিক আমারদেশ পত্রিকা অফিস থেকে মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় আমারদেশ এর ছাপাখানা সীল করে দেয়া হয়। এখনো পর্যন্ত আমারদেশ এর ছাপাখানা খুলে দেয়া হয়নি।[৩৬]

## সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

**৪৪.** *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৩ জন বাংলাদেশীকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই মাসে বিএসএফ ৬ জন বাংলাদেশীকে আহত করেছে। এরমধ্যে ৫ জনকে গুলি করে ও ১ জনকে নির্যাতন করে আহত করেছে বলে জানা গেছে।[৩৭]

**৪৫.** কোন প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের বিএসএফ যখন তখন গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত বৈঠকে বারবার এই বিষয়টি তুলে ধরা হলেও সেটা রুটিন মাফিক

---

[৩১] http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-01-09/news/215140

[৩২] ২০১১ সালের ১৩ অগাস্ট প্রথিতযশা চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ ও সাংবাদিক মিশুক মনির মানিকগঞ্জে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই ২৭ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছিল। তাঁদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে রুহুল আমিন খন্দকারফেসবুকে উক্ত স্ট্যাটাস দেন।

[৩৩] প্রথম আলো, ১৩ অগাস্ট ২০১৫

[৩৪] প্রথম আলো, ১৩ অগাস্ট ২০১৫

[৩৫] আমারদেশ অনলাইন, ১৩ অগাস্ট ২০১৫

[৩৬] অধিকারের সংগৃহীত তথ্য

[৩৭] *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে অগাস্ট ২০১৫ পর্যন্ত বিএসএফ এর হাতে ৩৩৬ জন বাংলাদেশী নিহত ও ৫০৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

নিষ্ফল আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, অর্থাৎ বিএসএফ সীমান্তে তাদের গৃহীত নীতি; দেখামাত্র গুলি করা থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি।

৪৬.গত ১৯ অগাস্ট ২০১৫ নওগাঁর সাপাহার সীমান্তে ভারতের আদাডাঙ্গা ৩১ বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা শফিকুল ইসলাম (২৮) নামের এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করে। ১৮ অগাস্ট রাতে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গরু আনতে ভারতে যান শফিকুল। ১৯ অগাস্ট ভোরে ২৩৭ নম্বর মেইন পিলার এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধাওয়া করে ধরে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন শেষে ভারতীয় রাস্তার ৫ নং লেদা ব্রিজের কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফেলে রেখে যায়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[৩৮]

৪৭.দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অবৈধ অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আক্রমণ করছে। অনেক ক্ষেত্রে বিএসএফ'র এই অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় জনসাধারণ যৌথভাবে প্রতিরোধও গড়ে তুলছে।

৪৮.*অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের অন্য কোন দেশের বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

## অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা

৪৯.অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়ে একের পর এক খুন হচ্ছে শিশুরা। দেশব্যাপী এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা চললেও গত দুই মাস ধরে এই নৃশংসতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হল।

৫০.গত ২ অগাস্ট ২০১৫ নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার মালিপাড়া গ্রামে শাকিল কাজি (১২) নামের এক শিশুকে চুরির অভিযোগে বাড়ি থেকে ধরে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে পেটানো হয়। ৩১ জুলাই একই গ্রামের বুলবুল হোসেনের মুদি দোকানে চুরির ঘটনায় জনৈক রবিউল করিমের নির্দেশে সাইদুর ইসলামসহ কয়েকজন প্রভাবশালী শাকিলের ওপর সহিংসতা চালায়। তবে প্রভাবশালীদের ভয়ে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো মামলা করতে পারেনি এমনকি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোরও সাহস পায়নি।[৩৯]

৫১.গত ৩ অগাস্ট ২০১৫ খুলনার টুটপাড়া কবরখানা সংলগ্ন শরীফ মোটরস নামের একটি মোটর গ্যারেজে মোহাম্মদ রাকিব হাওলাদার (১২) নামের এক শিশুর পায়ুপথে গাড়ির চাকায় হাওয়া দেয়ার কমপ্রেসার

[৩৮] যুগান্তর, ২০ অগাস্ট ২০১৫
[৩৯] প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০১৫

মেশিনের নল ঢুকিয়ে বাতাস দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। বাতাসের চাপে রাকিবের পেটের নাড়ি ও মুত্রথলি ছিঁড়ে যায়। শিশু রাকিবের পিতা নুরুল আলম, গ্যারেজ মালিক ওমর শরীফ, কর্মচারী মিন্টু খান ও ওমর শরীফের মা বিউটি বেগমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। স্থানীয়রা ৩ অগাস্ট রাতেই শরিফ ও মিন্টুকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে বিউটি বেগমকেও আটক করে পুলিশ। ৪ অগাস্ট ২০১৫ তাদের তিনজনকেই গ্রেফতার দেখানো হয়। নুরুল আলম জানান, তাঁর সন্তান রাকিব গত দুই বছর ধরে শরিফের গ্যারেজে মোটরগাড়ির চাকায় হাওয়া দেয়ার কাজ করছিলো। নিয়মিত পারিশ্রমিক না দেয়া ও মাঝেমধ্যে মারধর করায় কয়েক মাস আগে সে অন্য জায়গায় কাজ নেয়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায় শরিফ ও তার সহযোগিরা।[৪০]

**৫২.**গত **১৭** অগাস্ট **২০১৫** ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় রাজা মিয়া (১৭) নামের এক কিশোরের বিরুদ্ধে মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ চুরির অভিযোগে তাকে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া যায় হাজারীবাগ থানা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি আরজু মিয়া ও তার কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে। নিহত রাজার বোন রেশমা জানান, সকালে চুরির অভিযোগে আরজু ও তার সহযোগীরা রাজাকে ধরে নিয়ে যাবার পর বেলা আনুমানিক **১১** টায় তিনি তাঁর ভাইকে ফিরিয়ে আনতে আরজুর বাড়িতে যান এবং আরজুর মায়ের পা ধরে কাকুতি মিনতি করেন। একপর্যায়ে ভাইকে ছাড়াতে না পেরে তিনি ফিরে আসেন। বিকেল আনুমানিক ৪ টায় অচেতন অবস্থায় রাজাকে বাসায় রেখে যায় আরজু। মারাত্মক আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজা মিয়াকে মৃত ঘোষণা করে। এই ঘটনায় ওইদিন রাতেই হাজারীবাগ থানায় ছাত্রলীগ নেতা আরজু মিয়া, মনিরুজ্জামান মনির, সুজন ও সাগরসহ **১২** জনকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন রেশমা। রাতেই মনির, সুজন ও সাগরকে গ্রেফতার করে পুলিশ।[৪১] একইদিন গ্রেফতার অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন আরজু।

**৫৩.***অধিকার* দেশব্যাপী শিশুদের ওপর চলমান অমানবিক নিষ্ঠুর ও নৃশংস আচরণের ব্যপারে গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছে। দারিদ্রপীড়িত পরিবারের শিশুরা অধিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। প্রতিটি শিশু খুনের ঘটনার আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকার ব্যাপারেও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। *অধিকার* শিশু হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে।

## গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

**৫৪.**২০১৫ সালের অগাস্ট মাসে **১৯** ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

**৫৫.**প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ

[৪০] অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবিধিকার রক্ষা কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪১] যুগান্তর, ১৮ অগাস্ট ২০১৫

সন্ধানীরা তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যেয়ে গণপিটুনীর ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে।

# নারীর প্রতি সহিংসতা

**৫৬.** অগাস্ট মাসেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা ও এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

## *যৌতুক সহিংসতা*

**৫৭.** অগাস্ট মাসে ১৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৭ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

**৫৮.** গত ৫ অগাস্ট ২০১৫ রাতে বরিশাল নগরীর কাউনিয়া হাউজিং এলাকায় স্বামী পুলিশ কনস্টেবল ইমাম হাসানের বাসা থেকে স্ত্রী সূচনা আক্তার (২০) এর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত সূচনার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিলো। নিহত সূচনার পিতা আলী হোসেনের অভিযোগ, যৌতুকের দাবিতে শ্বশুরালয়ের লোকেরা সূচনাকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যা বলে প্রচার চালাচ্ছে। পরদিন ৬ অগাস্ট স্ত্রী হত্যার অভিযোগে কনস্টেবল ইমাম হাসানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[৪২]

## *ধর্ষণ*

**৫৯.** অগাস্ট মাসে মোট ৯৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৫৫ জন নারী, ৪০ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ওই ৫৫ জন নারীর মধ্যে ২০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৪০ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এছাড়া একই সময়ে ১০ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

**৬০.** গত ২৩ অগাস্ট রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার জিউপাড়া বিলমাড়িয়ার বিলে ধানের জমিতে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করার পর বিশ্রাম নিতে গেলে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির এক গৃহবধূকে সেখানে ওঁৎ পেতে থাকা আওয়ামী লীগ কর্মী মকুল হোসেন (৩৫) ধর্ষণ করে।[৪৩]

---

[৪২] ডেইলি স্টার ০৭ অগাস্ট ২০১৫
[৪৩] যুগান্তর, ২৫ অগাস্ট  ২০১৫

## *যৌন হয়রানি*

৬১.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ৩১ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ২ জন আত্মহত্যা, ১ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত এবং ২৫ জন বখাটের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় ১ জন নারী নিহত ও ৪ জন পুরুষ যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৬২.গত ১৯ অগাস্ট সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলার ভাটরা গ্রামে মেয়েকে যৌন হয়রানী করার প্রতিবাদ করায় মা খুশি বেগমকে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। স্থানীয় থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, ভাটরা গ্রামের হানেফ আলী বিদেশ থেকে ফেরার পর থেকেই কামরুল ইসলামের মেয়েকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। এই ঘটনার জের ধরে কামরুলের স্ত্রী খুশি বেগমের সঙ্গে হানেফ আলীর স্ত্রী নিরালা বেগমের তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে খুশি বেগমকে তারা পিটিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পুলিশ হানেফ আলীর স্ত্রী নিরালা বেগম ও তার বোন রহিমা খাতুনকে আটক করেছে।[৪৪]

## *এসিড সহিংসতা*

৬৩. অগাস্ট মাসে ৬ জন এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৪ জন নারী ও ২ জন পুরুষ এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬৪.গত ৫ অগাস্ট ২০১৫ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসিসহ ৫ পুলিশের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলার বাদী মনোয়ারা বেগমের স্বামী মুকুল মিয়ার ওপর এসিড নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। ওই দিন রাত আনুমানিক ১০.৩০ টায় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে মহিমগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার পাশ থেকে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি করে। এসিডে তাঁর বুক ও পিঠের বেশিরভাগ অংশ ঝলসে যায়।[৪৫]

৬৫.*অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে নারী এবং পুরুষদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং নারীরা এর শিকার হচ্ছেন মারাত্মকভাবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া এসিড সহজলভ্য হওয়ায় নারী পুরুষ এবং শিশুরা এর শিকার হচ্ছেন।

[৪৪] যুগান্তর, ২০ অগাস্ট ২০১৫

[৪৫] যুগান্তর ৮ অগাস্ট ২০১৫

## *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৬. মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লজ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানী শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে *অধিকার* হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাত ১০:২০ এ *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় । আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক গত ২০ বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি অধিকার ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' এ ঢাকাসহ সারাদেশে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের খোজ খবর নেন এবং এই দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি পালন না করার কথা বলেন। এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য গত আঠারো মাস ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ রাখা ও নতুন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

৬৭. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব সরকারের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লজ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধের জন্য সরকারকে সচেতন করা ও মানবাধিকার লজ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের জন্য সোচ্চার থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করার মাধ্যমে মানবাধিকার লজ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

| পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-অগাস্ট ২০১৫* | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন | | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | মোট |
| **বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড | ক্রসফায়ার | ১২ | ৩০ | ৯ | ৮ | ১৪ | ৬ | ৭ | ১৯ | ১০৫ |
| | গুলিতে নিহত | ৫ | ৫ | ২ | ১ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ১৬ |
| | পিটিয়ে হত্যা | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ |
| | শ্বাসরোধে হত্যা | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| | নির্যাতনে মৃত্যু | ০ | ০ | ১ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৩ |
| | অন্যান্য | ০ | ২ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ৩ |
| | মোট | ১৮ | ৩৮ | ১২ | ৯ | ১৮ | ৯ | ৭ | ১৯ | ১৩০ |
| আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি | | ২ | ১৬ | ৮ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৩০ |
| গুম | | ১৪ | ৯ | ১১ | ৩ | ৩ | ৩ | ০ | ২ | ৪৫ |
| বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন | বাংলাদেশী নিহত | ২ | ৫ | ১ | ৯ | ৩ | ৩ | ৫ | ৩ | ৩১ |
| | বাংলাদেশী আহত | ১১ | ৭ | ৫ | ৪ | ২ | ৬ | ৫ | ৬ | ৪৬ |
| | বাংলাদেশী অপহৃত | ৪ | ৯ | ৩ | ০ | ০ | ১ | ৩ | ০ | ২০ |
| সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ | আহত | ৬ | ৩ | ১৬ | ১৬ | ৫ | ০ | ৬ | ১ | ৫৩ |
| | হুমকির সম্মুখীন | ১ | ১ | ০ | ২ | ১০ | ১৫ | ১ | ১ | ৩১ |
| | লাঞ্ছিত | ২ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ৬ |
| | নির্যাতন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| | গ্রেফতার | ২ | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ | ১ | ১ | ৭ |
| রাজনৈতিক সহিংসতা | নিহত | ৪৮ | ৪০ | ৩৩ | ১১ | ৫ | ১১ | ৫ | ১৩ | ১৬৬ |
| | আহত | ১৯৪৭ | ৭২২ | ৫৮০ | ২৬২ | ২৭২ | ৩২০ | ৪৭৫ | ৪২০ | ৪৯৯৮ |
| যৌতুক সহিংসতা | | ১৩ | ১৫ | ১৫ | ১৩ | ১৭ | ১৪ | ২৩ | ১৬ | ১২৬ |
| ধর্ষণ | | ৩৩ | ৪৪ | ৪১ | ৪৪ | ৮২ | ৬৫ | ৬৪ | ৯৬ | ৪৬৯ |
| ***যৌন হয়রানীর শিকার | | ১৯ | ৯ | ১৯ | ৬ | ৯ | ১৩ | ৫ | ৩১ | ১১১ |
| এসিড সহিংসতা | | ৮ | ৪ | ৩ | ৫ | ৪ | ১ | ৫ | ৬ | ৩৬ |
| গণপিটুনীতে মৃত্যু | | ১২ | ৭ | ৮ | ১৫ | ১৫ | ১১ | ৯ | ১৯ | ৯৬ |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার | | ১ | ২ | ৩ | ১ | ১ | ৬ | ২ | ৪ | ২০ |

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

## সুপারিশসমূহ

১. অস্থিতিশীল ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। 'ক্রসফায়ার' ও 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৩. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। হেফাজতে হত্যা-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

৫. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৬. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমারদেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান[৪৬]সহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ব্লগারদের হত্যার ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৭. ধর্মীয়, ভাষাগত ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের ওপর আক্রমণকারী ও তাঁদের সম্পদ দখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৮. বিএসএফ'এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী

[৪৬] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।

নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ফেলানী হত্যার ব্যাপারে অপরাধী বিএসএফ সদস্যদের শাস্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে প্রচলিত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।